মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায় প্রসঙ্গে - ঘরোয়া আলোচনায় কোন্ বাস্তবের প্রেক্ষাপটটি যুক্ত ছিল

"কোন আত্মীয় থাকে না । আমি আত্মীয় ঠিকই, থাকি ।"

-ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ

ওরা আমার ব্যাপারে খুব এলার্ট। এরা বুঝে ফেলেছে বিদেহী তো, বিদেহীরা বুঝে ফেলে। যে মারা যাবে সেই বুঝতে পারবে। আর কাউকে দেখেনা আমাকে দেখে ...।

"তোমাদের কাছে এত নত হয়ে থাকি কেন ?- যদি তোমরা বড় হও - অন্তর্জামিত্ব তো কারোর নেই । ...সুতরাং আমি তাদের কাছে পরিচয় দিতে গেলে লাভ নেই কারন, পরিচয় দিলে বুঝতে পারবে না ।"

"অন্ধের কাছে ভাল পোষাক পড়ে বসলাম, দামি পোষাক পরে হীরার আংটি পড়ে.. .দেখত কি সুন্দর ! আমি তোমাদের কাছে সাজবো যে কী হিসাবে সাজতে যাবো ? তুমি সাজতো বুঝ না। সুতরাং না বুঝাই ভাল যতটা পারি কাজ করে দিয়ে পরিস্কার করে দিয়ে যাব।"

"আমার কাজ করতে হবে, পথ দেখাতে হবে বাধ্যবাধকতা বলে কিছু নেই ।"

"বুঝানোর মধ্যে সীমা। বুঝিয়ে যে কাজ করব সেই মত অবস্থা নেই ।"

তোমরা জন্ম নিয়েছ, আমিও জন্ম নিয়েছি। আমার জন্মের ইতিহাস দেখবে, তোমাদের জন্মের ইতিহাস দেখবে। আমার জন্মের কাজ গুলি দেখবে । তোমরা জন্মের পর থেকে কি চেহারা দেখাচ্ছ আর আমি কি চেহারা দেখিয়েছি ... ।' আমি শিশু বয়স থেকে একই ছদ্মবেশে রয়েছি, বুঝনা ! আমি একভাবে রয়েছি, তোমাদের বুঝ পাকা নয় । মৃত্যু দেখে তোমাদের শিহরণ হয় না । ইউনিভার্স থেকে যে ডেথ্‌টা (মৃত্যু) দেখিয়ে দিয়েছে - এটা হ'ল বড় দৃষ্টান্ত । এতবড় জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নেচার (প্রকৃতি) তোমাদের সামনে রেখেছে, তা দেখা সত্ত্বেও তোমাদের কনসাস্‌টা একেবারে সজাগ হচ্ছে না । হচ্ছে মামুলি সজাগ। শ্মাশানে গেলে মনটা যেমন খারাপ হয়, এসে পড়লে থাকে না । এটা মামুলি সজাগ ।যেদিন তুমি মৃত্যু সমন্ধে কনসাস হবে সেদিন তোমার মোর ঘোরে যাবে । রেজাল্টটা জানিয়ে দিয়েছে । মৃত্যু অনিবার্য । অঙ্কের ফলটা তোমায় জানিয়ে দিয়েছে সে। তুমি অঙ্ক কষবে না বসে বসে বসে ?সংসার ও ঘর করতে হবে তোমায় কিন্তু মৃত্যুটা আছে, এই ফলটা তোমার প্রতিমুহুর্তে তিলে তিলের মত রাখতে হবে । ডেথ আসলে ঃ ওয়ারেন্ট দিয়ে বুঝ বিনা টিকিটে গাড়ীতে

গেলে বুঝা যায় হায়রে এই টিটি এল ! একবার বাথরুমে যায়, একবার ওখানে দৌড়ায়, কতটা আতঙ্কগ্রস্থ সন্ত্রস্ত ! সাংঘাতিক অবস্থা । সব সময় মনে হয় এই দরজা ধাক্কা দিয়েছে - এই বুঝি টিকিট চেকার এসেছে । এই বুঝি এসেছে বাথরুমে চলে যাই। আবার এসেছে, চলতি ট্রেন থেকে ঝাপ দিয়ে পড়ে এমন অবস্থা । বুঝ এতটুকুর জন্য তুমি সন্ত্রস্ত । ওয়ারেন্ট বের হয়েছে, কে বাড়ীতে আসলো তার জন্য সন্ত্রস্ত। তার থেকে (মৃত্যুটা) হাজার গুন সন্ত্রস্ত হওয়া উচিৎ । এখানেই কর্ম দোষ তুমি পারছনা । এই (মৃত্যুর) ব্যাপারে কনসাস্ হলেই তোমার কর্মপদ্ধতির ধারা পরিবর্তন হয়ে যাবে । একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে । সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়ে যাবে - মনের দিক থেকে, কাজের দিক থেকে । প্রকৃতির উপর আলাদা একটা ...এসে পড়বে । সে তখন বলে কীসের জন্য সৃষ্টি ? কেন সৃষ্টি ? কোথায় এর মূল তত্ব ? কোথায় উৎস ? কীসের প্রয়োজনে প্রশ্ন ভিতর থেকে এমন সুন্দর ভাবে আসবে, এসে এসে তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রশ্ন-উত্তরগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে । সুন্দর সমাধান । রেজাল্ট টা জানা থাকলে সমাধান হয়ে যাবে । পদ্ধতি কিছু নাই । তোমার জাগ্রত বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, এগুলি কাজ দেবে এছাড়া নতুন কিছু নাই । এটা হারা উদ্দেশ্যে হারিয়ে যাওয়া পথ নয় । সে হাঠতে হাঠতে চলে গেলে পাবে সেরকম কথা নয় । এটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তের কথা। এখানে কোন মত চলবে না। কোন কিছু চলবে না । কোন কিছু দিয়ে এটাকে তুমি ঢাকতে পারবে না ।

সব সময় মৃত্যু চিন্তা করলেঃ আর কোন কথা নাই একেবারে (success) সাফল্য । Life - এর মোর ঘুরে যাবে । তোমার সাথে আলাপ যে করব, কি বিষয়বস্তু দিয়ে শুনাব ? এতবড় দৃষ্টান্ত সে গ্রহন করতে পারছ না ঠিকমত । জান মরবে তবুও হ্যা হ্যা মরবো সবাই । এটা না বুঝ থাকত, না দেখা থাকত, তা'হলে কথা বলতে পারত । কোথায় যাব চোখে দেখছ, শুনছ, শব্দ পাচ্ছ, আর কোন কথা নাই - একেবারে চাবুক মেরে সোজা করে দিবে নেচার । ক্ষমা নাই; কোন ক্ষমা নাই । তোমাদের এমন কোন জিনিস দিই নাই তুমি না বুঝার মত । আমার সমস্ত জিনিস তোমারে আমি দিয়েছি । তুমি কি এখানে অপব্যয়, অপচয় করতে শুরু করেছ, রাখ তোমাকে বের করছি-একে বারে খেলা (নেচার) দেখিয়ে দিব । আমি বাঁশি বাজাই ! প্রতি মূহুর্তে জিজ্ঞাসা আসে - সাবধান! সাবধান ! সব জায়গা থেকে সাবধান ! সাবধান ! সাবধান ! বাহ ! - এখানে স্কুল আছে, এখানে কলেজ আছে, হর্ণ বাজাবেন না , গাড়ী আস্তে আস্তে চালান। ...রাস্তা কিন্তু বাঁকা আছে গাড়ী Slow speed চালাবেন । সেই Caution করে দেয় । আমাদের জীবনের চলার পথে প্রতি জায়গায় জায়গায় "কনসাস্" কসাস, করে দিচ্ছে । সেই কনসাস্ কে তুমি উপেক্ষা করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে তাতে কনসাস তোমাকে জানিয়ে দিবে কিন্তু বাধা তার চাইতে বেশী

দেবে - হায়রে হায় "বেহুশভাবে চললে পরে তহবিলের মাল যাবে চুরি ।" এমন দুঃখ না, তোমরা যে ঘুমাতে চাও কত আদর করে, এই ঘুমটা কিন্তু কাল ঘুমের সূচনা। ঘুমটাকে তোমরা কত বিশ্রাম, আনন্দ মনে কর এটা বড় দুঃখের । কত সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । আনকনসাস, হয়ে থাকছে প্রায়, ঘুমটা আনকনসাস এর মত একেবারে চিৎ ...। সাজ্ঘাতিক কথা । শাস্ত্র পড়ার প্রয়োজন কিছু নাই । এইরকম জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত শাস্ত্র রয়েছে চোখের সামনে । এই শাস্ত্রকে যদি উপলব্ধি করতে না পার নিজের বুঝ জ্ঞান চোখ, মুখ, কান, বিবেক দিয়ে তাহলে এর চেয়ে অভাগা আর কিছু নাই । ...
এক দিকে ভাগ্য করেছিলে শুনার আরেক দিকে দুঃভাগ্য হল- এগুলি সব ভুলে যাবে দাম দিবে না এবং ঘুম থেকে উঠে আমার সাথে চেহারা দেখাতে আরম্ভ করবে । একটা উত্তরে যায়, একটা দক্ষিনে যাবে, একটা পূর্বে একটা পশ্চিমে যাবে । আমি বেচারা মাথা ধরে বলবো যা খেলা জিত আমি হার মানব । খালি গোলে তোরাই গোল দে । আমি আর কত তোমাদের মন জোগাব ! কত তোয়াজ করে তোমাদের টানবো । তবুও আমি তোমাদের বার বার বেহায়ার মত বলি । বেহায়া ধরতে পার । টানবেশী সবার উপরে- সেজন্যই বলি । শ্লেট পেনন্সিলে বাচ্চাদেরকে থুথু দিয়ে মুছায় এই কাম করবে তোমরা, মনে রেখো ।

আমি প্রকৃতির মানুষ । প্রকৃতির থেকে আমার সব । প্রকৃতির শিক্ষাই আমার শিক্ষা । প্রকৃতির তত্ত্বই আমার তত্ত্ব । প্রকৃতির ধারাই আমার ধারা । প্রকৃতির মতই আমার মত ও পথ । আমি সাধারন কর্মী । আমি প্রকৃতির কর্মী হয়ে সব কর্মীদের জানিয়ে দিয়ে যাই মনে রেখো । আমার মনের কথা, অন্তরের কথা যা আমি উপলব্ধি করেছি স্বয়ং বাচ্চা বয়স থেকে । জন্মের থেকে যা আমি পেয়েছি যা আমি বুঝেছি শিশু বয়স থেকে তাই আমি ঢেলে দিয়েছি । কে গ্রহন করল , না করল তাতে আমার কিছু বলার নেই । করলে খুশী হই, না করলে আমার পরিশ্রমটা যে হচ্ছে সে জন্য একটু মনে লাগে । "

বিঃদ্রঃ "অমৃত" পুস্তকের ২৭০ পাতায় শ্রীশ্রী ঠাকুরের একটি ঘরোয়া আলোচনার রেকর্ড তুলে ধরা হয়েছে । সেখানে ঠাকুর বলেছেন - ''চিরদিনের শান্তির পথ পরিস্কার করার জন্য যা দরকার, তা করার চেষ্টা করছি । সেই চেষ্টার জন্য যে জন্মটা এখানে আমার হয়েছে, তার রেকর্ডটা সুষ্ঠুভাবে , সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন আছে এবং তার জন্য আমি খুশী হয়েছি । বেশ কিছু সন্তানদের নেওয়ার ব্যবস্থা, চেষ্টা করছি। আমি চাই এখন যে ভাবে আছি, এমন একটা জায়গা, এমন একটা স্থান ক্রিয়েট করা হবে- সেখানে আবার আমরা সবাই গিয়ে, একত্রিত হয়ে, আবার ঠিক এমনি করে এই চেহারায়, যার যা, যে চেহারা আছে, যেভাবে যেই জায়গায় যার দর্শন হয়েছে, সেইভাবে আবার আমরা মিলিত হয়ে, আবার সেই দিনকার কথাগুলো, পুরোনো কথাগুলো সেখানে

বলাবলি করব ।"

বিশ্লেষণঃ শ্রীশ্রীঠাকুর তার এই বক্তব্যে তাঁর অন্তরের কথা ব্যক্ত করেছিলেন । যাতে সন্তানরা কাল নিদ্রা ভঙ্গ করে সচেতন হয়ে এমন ভাবে নিজেদের তৈরী করেন যাতে চেতনার সাগরে চিরজাগ্রত হয়ে তারা সূক্ষ্মে অবস্থান করতে পারেন ।

বিঃদ্রঃ (অমৃত) - "আমি সেইখানেই অপেক্ষা করব । আমি এইটুকু ঠিক করেছি, তোমাদের যাদের যাদের আমি দীক্ষা দিয়েছি, আমি অন্যখানে আর কোথাও যাব না, আমি ঠিক সেই জায়গায়ই থাকব- যতক্ষন না পর্যন্ত, যতদিন না পর্যন্ত আমি সব সন্তান এক জায়গায় ঠিক না হবে- এক জায়গায় না আসবে- ততদিন পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথেই জড়িত থাকব, অন্যভাবে । সুতরাং তোমাদের ভাববার কোন কারন নেই ।

আজকে তোমরা ঘরে বসে আছ, জপে বসে আছ, চুপ করে জপ করছ, ধ্যান করছ, আরও যা কিছু করছ, আমি উপস্থিত হলাম, গেলাম, মিষ্টি খেলাম, জল-টল খেলাম, চেয়ে নিলাম, কথাবার্তা বলে দিয়ে যায়- এই অবস্থা মাঝে মাঝে হবে । বেশীক্ষণ থাকা যাবে না, বেশী কথা বলা যাবে না, দু-চারটে কথা বলে দিয়ে আসব । তখন তোমরা দেখবে, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি । যার যে সময়টুকু আছে সেটা তো এখানে কাটাতেই হবে । কাটিয়ে আবার এক জায়গায় একত্রিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে - সেখানে কোন রোগ-শোক নাই, ব্যথা-বেদনার ঊর্দ্ধে । এখানকার কোন ঝঞ্ঝাট নাই, কারও কোন বক্তব্য নাই, বিবাদ নাই, বিভেদ নাই। আমরা স্বচ্ছ, পবিত্র ভাবে, আনন্দে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারব । তারপর সেখান থেকে আমরা **পরবর্তী স্তরে যার যার কর্ম অনুযায়ী পরবর্তী অধ্যায়ে** - পরে সেটা ঠিক হবে ।

বিশ্লেষণঃ শ্রীশ্রী ঠাকুরের এই বক্তব্যের মধ্য থেকে এটা অনুভব করা যাচ্ছে যে, তিনি দেহ ত্যাগ করার পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম জগতের অর্থাৎ পরবর্তী অধ্যায়ের কি হবে সেই বিষয়ে সন্তানদের সচেতন করে দিয়েছেন যাতে তারা আপন তহবিলের মাল বাচিয়ে রাখেন কারন -ঠাকুর বলেছেন পুঁজি থাকলেই মাঝি ভবসাগর পার করতে রাজি হবেন । তিনি এটা বুঝাতে চেয়েছেন যদি তিনি দেহে না থাকেন, সেই সময় তিনি তার সকল সন্তানদের জন্য সূক্ষ্মে অন্য ভাবে অপেক্ষা করে থাকবেন যেখানে রোগ শোক, ব্যথা বেদনা থাকবে না এবং যতক্ষন না পর্যন্ত সকলে একজায়গায় (সূক্ষ্মে) একত্রিত হবেন তিনি অন্য কোথাও যাবেন না । **প্রশ্ন হল যারা কালনিদ্রায় ঘুমোচ্ছেন তারা দেহ ত্যাগ করার পর নেচার তাদের ক্ষমা করবেন কিনা বা তারা সূক্ষ্মেও চিরনিদ্রায় তহবিল হারিয়ে টিকিট ছাড়া গাড়ীর যাত্রীর মত দুর্ঘোগ পোহাবেন কি না ? কারন ঠাকুর বলেছেন , থাকে যদি পুঁজি মাঝি হবে রাজি"।**

প্রশ্ন হল "অমৃত" পুস্তকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরোয়া আলোচনার বক্তব্য গুলির রেফারেন্স দিয়ে ঐ বইয়ের শীর্ষক লেখনীতে লেখক দাবী করেছেন যে- " ১৯৯০ সালে শ্রীশ্রী ঠাকুর গুরুধামের ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিজের অর্ন্তধ্যান প্রসঙ্গে কিছু মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন যা সকলের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা হল।" প্রশ্ন হল "অমৃত" পুস্তকে যে "অন্তর্ধ্যান" কথাটি প্রচার করা হচ্ছে সেটি কি সূক্ষ্মে অন্তর্ধ্যান নাকি স্থুলদেহের অন্তর্ধান ?

১৯৯৩ সালে ২৯শে জুন রাতের অন্ধকারে সুখচর ধামে গভীর রাতে অপারেশন সৎকারের মাধ্যমে যে আকস্মিক ঘটনা ঘটেছিল সেটিকে বর্তমান সন্তান দলের প্রেসিডেন্ট শঙ্কর সরকার ২০১৩ সালে (অন্তর্ধ্যান / আড়ালে) দাবী করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি দাবি করে চলেছেন সেই আকস্মিক ঘটনার কারনে ঠাকুর সূক্ষ্মে রয়েছেন, ঠাকুর তাঁর পার্থিব দেহ ত্যাগ করেছেন এবং তিনি জীবদ্দশায় নেই এটাই শঙ্কর সরকার চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছেন । এই শংকর সরকার একসময় এই অমৃত পুস্তক চারদিকে একদম অল্প দামে প্রচার করেছিলেন । দাম এত কম ধার্য্য করা হয়েছিল বলা যেতে পারে যে একেবারে বিনা মূল্যে । এই অমৃত বইয়ের প্রকাশক / লেখক শ্রীশ্রীঠাকুরের আরও অন্যান্য ঘরোয়া আলোচনার রেকর্ডকে কেন তার বইয়ে প্রকাশ করলেন না ? আমাদের কাছে এমন একটি রেকর্ড হাতে এসেছে সেখানে ঠাকুর বলেছেন-

"ধর আমি যদি মারা যাই, কথা বলছি মরে গেছি কিন্তু ...কে কে আছিস রে ? চুপ করে দিয়ে চলে যা । কথা বলিস নি । তখন চুপ হয়ে গেলে । মরে গেলাম, একেবারে হৈ হোল্লোর কারবার । অমল বোধ হয় জানে না, অমলের বাড়ীতো (...হাটে)। অমল আছিস রে ? তুমি হঠাৎ ? আমার বিশেষ কাজ আছে তাড়াতাড়ি তুই চুপচাপ যা তো । আমার বিশেষ কাজ আছে । আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি । কবে আসব ঠিক নেই । অমল তখন গিয়ে দেখবে, বুঝবে ব্যাপারটা কি হল । তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের আর খোজে পাওয়া যাবে না । একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মানে দৈব্যজ্ঞ ব্যক্তির যদি মৃত্যু হয়, পাঁচ জনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে চলবে ...(রওনা হবে)। ধর আমেরিকা গিয়েঃ এক গ্লাস জল দে তো তাড়াতাড়ি । তুমি হঠাৎ কোথা থেকে এলে ? আমি বললাম, আমার ঘরে যাচি ছ। তোকে দেখা করে গেলাম । তারা কি বুঝলো আমি ওখানে শুয়ে এখানে এসেছি ? আমার প্রেম আগেও থাকে, পরেও থাকে ।"

[বক্তব্য শোনার জন্য QR code টি স্ক্যান করুন]

শ্রীশ্রী ঠাকুরের বক্তব্যঃ " দৈব্যজ্ঞ বা ব্রক্ষজ্ঞ পুরুষরা দেহ ছাড়ার পর দেখা সাক্ষাৎ করে এবং আপনজনদের সাথে কথা বলে কয়ে তারা যাত্রা করেন। আমাদের পরমপিতা বলেছেন , আমি মানুষটা দৈবের । তাহলে এই দৈব্যপুরুষ ১৯৯৩ সালে যদি দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মের দেশে যাত্রা করে থাকতেন তবে দেহ ছাড়ার পর তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সন্তানদের সাথে কথা বলে কয়ে যাত্রা করতেন। এটাই তো স্বাভাবিক কথা । কিন্তু বিগত ২৮ বছরেও কোন সন্তানের পক্ষে এইরূপ দাবি করা হয়নি । অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে ২৯শে জুন শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রক্ষচারী মহারাজ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সূক্ষ্মে অন্তর্ধ্যান করেননি । সুতরাং তাঁর ৫৬ দিনের সমাধিস্থ দেহের (স্থুল দেহের) অন্তর্ধ্যান বা আড়ালের পর্বটি সংগঠিত হয়েছে রাতের অন্ধকারে এটা বলা যেতে পারে। সুতরাং "অমৃত" পুস্তকে ১৯৯৩ সালে যেটা বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা সত্য নয় । কারন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য আরও বক্তব্য থেকে এটা জানা যাচ্ছে যে, কেউ বা কাহারা শ্রীশ্রী ঠাকুরের পরিবেশটা এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং তারা ঠাকুরের উপর নানা ভাবে ষড়যন্ত্র করে তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। যার কারনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, তিনি যদি তাঁর পরবর্তী কাজের ধারায় চলে না যান তবে, এরা ঠাকুরের ক্ষতি করতে পারে। এই পরবর্তি কাজটি সূক্ষ্মে নাকি স্থুল দেহে এটাই প্রশ্ন হয়ে উঠেছে । কারন ঠাকুরের পরবর্তী কাজটি হল তৃতীয় কাজ যাকে তিনি "সংগ্রাম" বলেছিলেন। এই পরবর্তী কাজের ব্যাখ্যাটাও তিনি আরেকটি বক্তব্যে জানিয়েছিলেন, সেই রেকর্ডও আমাদের হাতে এসেছে। ঠাকুরের পরবর্তী কাজটি যদি সূক্ষ্মে হত তবে, সেখানে কি এই স্থুলদেহধারী ব্যক্তিরা ক্ষতি করতে পারত ? সুতরাং পরবর্তী কাজের ধারা নিশ্চয়ই সূক্ষ্মের নয়, সেটা অনুভব করা গেল । অর্থাৎ বাস্তবের ধারায় পরবর্তী কাজটি ঠাকুর সম্পন্ন করার জন্য বৃহৎ উদ্দেশ্যে অন্তর্ধান / আড়ালে রয়েছে এই দাবী না করে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে কারা শ্রীশ্রী ঠাকুরকে সূক্ষ্মে পাঠাতে চাইছেন? আমাদের সত্য উন্মোচন করার দাবি জানাতে হবে যে ১৯৯৩ সালে ৩০শে জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার দেহ সৎকার করে শ্রীশ্রী ঠাকুরের ৫৬ দিনের সমাধিস্থ দেহের সফল অন্তেষ্টির দাবি করেছিল ? সান্ধ্য আজকালের রিপোর্টিং এর মূলে রাজ্য সরকার অবৈজ্ঞানিক ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সফল অন্ত্যেষ্টির দাবি করেছিল । আমরা সন্তানরা যদি "অমৃত" বইয়ের বা শংকর সরকারের দাবী স্বীকার করে নিই তা'হলে আমরা রাজ্য সরকারের মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক দাবিকেই কিন্তু পরোক্ষে বিনা প্রমানে স্বীকার করে নিলাম যা আমাদের পক্ষে দ্বিচারিতা করা হবে ।

সুতরাং অমৃত বইয়ের মৃত্যুর পরবর্তী কথাগুলি ঠাকুর কি উদ্দেশ্যে

বলেছিলেন , সেই ব্যাপারে জানতে হলে আমাদের ঠাকুরের আরেকটি ঘরোয়া আলোচনার বক্তব্য এখানে তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক । ঠাকুর মৃত্যুর পরবর্তী কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন -

"এটা আরেকটা জগতের কথা, তো কথা প্রসঙ্গে ঘরোয়ানা ক্লাসে বলি । এ কথা গুলো বলি না, বলার সময় অন্যভাবে বলি । 'নাই' দিয়ে 'হ্যাঁ' করাই যাতে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায় । 'হ্যাঁ' দিয়ে 'নাই' করালে অসুবিধা আছে।" অর্থাৎ সন্তানদের যাতে চৈত্যন্য জেগে উঠে, তারা যাতে অজ্ঞানতার স্বীকার হয়ে কালনিন্দ্রার কবলে না পরে তাই ঠাকুর 'নাই' দিয়ে 'হ্যাঁ" করানোর চেষ্টা করেছিলেন যাতে সন্তানরা তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যান এবং তারা যেন সেই সব ব্যক্তিদের চক্করে পরে মুল্যবান সময় ব্যয় না করে । কারন এতে সন্তানগনের ওদিকও হল না এদিকও হ'ল না এমনটি যাতে না ঘটে তাই ঠাকুর তাদের জাগিয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন । তিনি সাবধান করে বলেছিলেন- "সেও শেষ, তুমি ও শেষ। আর ঐ যে লাইনটা গন্ডিটা দিয়ে গেলাম, বলে গেলাম, গন্ডীর বাইরে বিরুদ্ধশক্তির প্রভাবে যাতে আমরা না যাই । এই রূপ গন্ডীর একটাই কারন যাতে আমরা বেহুশ ভাবে না চলি।

ঠাকুর বলেছেন, আমার সমস্ত বীজ কাকের পেটে চলে গেছে । সেই কাক হল তোমাদের অজ্ঞানতা ।

সুতরাং এই অজ্ঞানতা "কাল নিদ্রা'র মত । যারা এই কালনিদ্রায় চলে যাচ্ছেন তারা কি বেহুশভাবে তহবিলের মার হারিয়ে ফেলেছেন ? যার জন্য ঠাকুর সাবধান করে বলেছিলেন-"চাদে গেলে তো আর ঠেলা গাড়ীতে নেওয়া যায় না; তার পথ আলাদা।" অর্থাৎ পরপারের সেই চিদানন্দের দেশে যেতে হলে পুঁজি থাকলেই মাঝি হবে রাজি ! তাই তো মাত্রাজ্ঞানের কথাও ঠাকুর বলেছিলেন , সেটা যার যার কর্মানুযায়ী, আবার কতগুলি বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্যও তিনি বলেছিলেন, যাতে আমাদের "আপন তহবিলের মাল" চুরি না যায় এই সাবধান বানী অনুভব করা গেল ।

সুতরাং "অমৃত পুস্তকের লেখক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবেই **১৯৯৩** সালের ঘটনা কে ব্যখ্যা করে অনেক ভাইবোনদের বিভ্রান্ত করেছিলেন - ঠাকুর সূক্ষ্মে চলে গিয়েছেন। আমাদের ঠাকুরের কথাটি কোন্ প্রসঙ্গে বলেছিলেন সেই বিষয়টিও ধরতে হবে । কেবল কথাটিকে ধরা হলে প্রকৃত অর্থ বের হবে না । প্রতিটি কথাকে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে নিরপেক্ষ ভাবে । বর্তমানে কিছু ব্যক্তি দক্ষিনবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে এসে প্রকৃতির তত্ত্বের কথা শুনাতে আসেন । তারা কেউই মৃত্যুর মত বাস্তবকে গ্রহন না করে কি করে তত্ত্ব পরিবেশন করে চলেছেন এটাই আমাদের অবাক করে চলেছে । শাস্ত্রের বুলি আওড়ানো আর মৃত্যুর মত জাজ্বল্যমান বাস্তব সত্যটিকে তারা প্রতিমুহূর্তে কি স্মরনে রাখতে পেরেছেন ? মৃত্যুর রেজাল্টকে সর্বক্ষন স্মরন করে চললে জীবনের চলার পথে সাফল্য অনিবার্য এই সাধারন কথাটি আমরা মনে প্রানে প্রতিমুহূর্তে কি চিন্তা

বা স্মরনে রাখতে পেরেছি ? যদি পারতাম তাহলে এত ছলচাতুরী নিশ্চয়ই আমাদের মাথায় আসত না । মৃত্যুর রেজাল্টকে সর্বক্ষন স্মরন করে চললে জীবনের চলার পথে সাফল্য অনিবার্য এই সাধারন কথাটি আমরা মনে প্রানে প্রতিমুহুর্তে যাতে চিন্তা করি তাই আমাদের ঠাকুর "নাই' দিয়ে কথা বলে "হ্যাঁ" বুঝাতে গিয়ে মৃত্যুর পরবর্তীতে কি হবে সেই বিষয়ে সন্তানদের ঘরোয়া আলোচনাতে জানিয়েছিলেন । শ্রীশ্রী ঠাকুরের ঐ ঘরোয়া আলোচনার বক্তব্য গুলো কেবল ঘরোয়া আলোচনার বিষয় ছিল কিন্তু বইপুস্তকে যখন স্থান পেয়েছে তখন আর ঘরোয়া আলোচনার পর্যায়ে সেই আলোচনা থাকছে না । সুতরাং সেই ঘরোয়া আলোচনার প্রতিটি ক্যাসেটের বক্তব্য পাশাপাশি রেখে **১৯৯৩** সালের ঘটনার সত্যটা অনুভব করতে হবে । কিন্তু **১৯৯৩** সালের পর একেকজন দাদা নেতারা তাদের মত করে বলে চলেছেন ঠাকুর অমুক স্থানে আছে সেই ভাবে আছেন বা সূক্ষ্মে আছেন ইত্যাদি । তাদের এই দাবিগুলির প্রসঙ্গে "বালক ব্রক্ষ্মচারী সংগঠনের" সেক্রেটারী দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যবন্ধু তিনি বলেছিলেন - "**যারা বলছেন, পরমপিতা চলেগেছেন আর আসবেন না, পরমপিতা এই অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় আছেন। এসব কথা যারা বলছেন তারা পরমপিতার সন্তান হতে পারেন কিন্তু পরমপিতার সন্তানের সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখে না** ।" অর্থাৎ- অমৃত বইয়ের বক্তব্যটিকে স্বয়ং "বালক ব্রক্ষ্মচারী সংগঠনে'র অধ্যক্ষ অস্বীকার করে গিয়েছেন। অর্থাৎ **১৯৯৩** সালের ঘটনার পর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলে- " প্রত্যেকটি ভাই এবং বোন সেই ঘটনা সমন্ধে তারা আলোচনা করুক, ভাবুক এবং প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এই ভাবনা যেন আবার নতুন করে তৈরী হয়, তারজন্য প্রত্যেকটি ভাই-বোন, একত্রিত হয়ে বসুক,..বসে বসে পরমপিতার চিন্তা,চর্চা, পরমপিতার নাম সংকীর্তন, জপ এগুলো যেন তারা সব সময় করেন এবং দিকে দিকে নাম সংকীর্তন যাতে প্রবল ভাবে আরম্ভ করা যায় সেই প্রচেষ্টা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তারা যদি করে যেতে পারে তা'হলে আমি বিশ্বাস করি যারা বলছেন -পমপিতা চলেগেছেন... আর আসবেন না ...।তারা পরমপিতার সন্তান হতে পারেন কিন্তু সন্তানের সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখে না ।"

সুতরাং বালক ব্রক্ষ্মচারী সংগঠনের সেক্রেটারী দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্তীর দাবি ও বিশ্বাস শ্রীশ্রী ঠাকুর সূক্ষ্মে চলে যান নি । কিন্তু যারা মূল সংগঠনকে উপেক্ষা করে বই পুস্তকে এবং হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে বা সোসাল সাইটে ভিডিও- প্রচার করে তাদের বক্তব্য রাখছেন যে - ঠাকুর সূক্ষ্মে রয়েছেন বা জীবদ্দশায় নেই তাদের হাত ধরে যে সকল সন্তানগন পথ চলছেন উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে তা দের গন্তব্য হল - সোদপুর বাজার পর্যন্ত এটা বলা যেতে পারে ।

বালক ব্রক্ষ্মচারী সংগঠনের কার্য্যধারাতে বিশ্বাসী সন্তানগণের পক্ষে- স্বপন সরকার, অরুন রায় সরকার ।
মোঃ ৯৬১২৬৮৮৭৮৫, ৯০০২৮৮২৫৭৪